প্রকাশক : দুর্গাপদ গঙ্গোপাধ্যায়
১৬ গোস্বামীপাড়া রোড
বালি, হাওড়া

পরিবেশক : শৈব্যা পুস্তকালয়
৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
ক'লকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : শিবরাত্রি
১২ ফাল্গুন ১৩৬৭

প্রচ্ছদ শিল্পী : মাণিক সরকার

ব্লক : আর্ট প্রসেস
৫ শত্রুঘ্ন ঘোষ লেন
ক'লকাতা-১২

মুদ্রক : শ্রীরণজিৎ কুমার মণ্ডল
লক্ষ্মী জনার্দন প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
ক'লকাতা-৬

জননী চরণে

বর্তমান কাব্যগ্রন্থের প্রকাশে অধ্যাপক দুর্গাপদ গঙ্গোপাধ্যায় ও শান্তিনাথ রায় যা করেছেন তার জন্য আমার ঋণ অশেষ। লেখা ছাড়া বইটির ব্যাপারে আমি আর কিছুই করিনি। বিবেচনা, দক্ষতা, পরিশ্রম সব তাঁদের।

প্রুফ দেখার অতি প্রয়োজনীয় কাজেও আমার সহযোগ রইলো না বলে তাঁদের ধ্যান সত্ত্বেও চোরকাঁটা থাকা সম্ভব। যিনি লেখেন তাঁর পরিচর্যা ছাড়া কবিতার বই ঠিক হয় না। প্রতিটি যতিচিহ্নও যেখানে অর্থপূর্ণ সেখানে কলম আর মুদ্রনের মধ্যবর্তী বিরহ বিপত্তির প্রতীক।

শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীরায় ছাড়া এ বই রূপ নিতো না কিছুতেই। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় বোঝা কাঁধে নিয়েছেন শ্রীরায় ছায়ার মত পাশে থেকেছেন তবু বইটির সম্ভাব্য পাপের জন্য তাঁদের বাঁধা ঠিক হবে না। পুণ্য কিছু থাকলে স্বর্গ তাঁদের, আর অন্যটির জন্য আমি আছি।

কবিতার ব্যাপারে আমার ঋণগুলি নামের আকারে যদি মালায় গাঁথি গল্প দীর্ঘ হয়। তবু কবি নিশিকান্ত ও শ্রীঅরবিন্দে নিবেদিতচিত্ত বন্ধু শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার কবিতার জন্য এক সময় যা করেছিলেন আমি তা ভুলতে ভালবাসি না।

বইটির নাম দেবী হলো কেন এই একটি প্রশ্নের আমি উত্তর দেব না।

তার পরিবর্তে নতজানু আমি স্বীকার করি—কবিতার বই ছাপলেই লোকে কবি হয় না।

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রায়রঙ্গপুর কলেজ

ময়ূরভঞ্জ

১৭ই নভেম্বর, ১৯৭৮

সূচীপত্র

দেবী

লাল গোলাপ

নিয়মিত জল দিয়ে
ফুটিয়েছি এ গোলাপ লাল
আকাশে উঠলো ফুলে
রঙীন সকাল।

এই লাল জীবনের কনকজঙ্ঘায়
যদি আনে অসীমের হাওয়া
হয়তো নামতে পারে কূটজিজ্ঞাসায়
গুনে ভাগে সে আশ্চর্য পাওয়া
যার লোভে মুখ হতে মেরুর তুহিনে।

অবশ্য অন্তিমবিন্দু ভূর্জপত্রে এখনও ধূসর
অপ্রসর সঙ্গতির রোগা অঙ্কে সুচিন্তিত হাত
এবং পুনঃ পুনঃ অনুরূপ পদ্ধতি তৎপর।

ভ্রান্তি ও বিকার কাটে অসহায় জান্তুর জীবন
তবুও দশনদীর্ণ অধরের অক্ষুণ্ন সংযম
কষ্টে ক্রোধে অশ্রু আর রুধিরের স্রাবে।
কখনো ঐশ্বর্য তীর্থে কখনো বা দস্তুর অভাবে
আমার বুকের লালে যে গোলাপ লাল
তাই কি দিইনি হাতে। এবং নিয়েছি
হলুদ সৈকতে নীল সৌভাগ্য উত্তাল।

১

ঋতুপুষ্প

আবর্তে কেটেছে কাল।   সকাল বিকাল
ক্ষয়ে গেছে নাচের তাণ্ডবে।
রক্তের উজ্জ্বল মদ শরীরে সম্বিতে
ধারা স্রোতে ধেয়ে আসে নর্তকীর পাল।

শস্ত্র আর শাস্ত্র ছিল রজনীশিথানে
আবিষ্ট মিথুনবন্ধু আশ্লেষ বন্ধন,
হাসিগুলি ঋতু পুষ্প।   কারণ এখানে
নীলায় ফেরেনি তার কান্নার কপাল।

শিখর অভিযান

সমতল হতে তুঙ্গে এলাম আকাশের কাছাকাছি
মাটিতে শিকড় তবুও জীবন আলোকের মৌমাছি
পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখছি বামনগাছের ঢেউ
রঙের গালিচা নদীর নাগিনী রেখার আতশবাজি।

কত যুগ হতে উঠছি পাহাড়ে ঘাম মুছে থেমে থেমে
গৃহদীপ হতে সরতে হয়েছে জ্যোৎস্না তিথির হেমে
রক্তকমলে সূচনা এবং রক্তজবায় শেষ
আলোর জীবন শৃঙ্গের পর সানুতে আসে কি নেমে।

লগ্ন

এমনও দেখেছি এই দুনিয়ায়
জটিল আকাশপটে
রটে কলংকী কৃশতনু এক চাঁদ
উন্মাদ হাওয়া রাত তিনটের তটে
ঘুমভাঙা চোখে সবুজ প্রদীপ আনে।
তখনই কি জাগে ডানা ঝটপট নিশাচর এক তারা
আমার গরীব চাঁপার বিতানে, শেষ হলে ডাকাডাকি
উড়ে যায় পশ্চিমে।

তখন আমার সারা সত্তার টনটন করা ক্ষত
সেরে যায় যেন মুছে যায় যত
করোটি মুখের ক্ষতি ;
যত দুর্গতি ডানায় জড়ায়
মুকুলে মুদিত সাধ
সবার উপর আদর রাখলে কলংকী মুখচাঁদ
সংযত হয় গরল-গহন-গতি।

জীবন তৃষ্ণা

সত্যিই কিছু আগুন লাগে না
পূর্ব ও পশ্চিমে
নিজের অঙ্গে কেশভুজঙ্গে
ভূমি গর্ভের তম
পরছে বলেই অধর ওষ্ঠে
সূর্য আসছে নেমে।

জীবন জাঁতায় মড় মড় ক'রে
ভাঙছে কাদের হাড়
চোখ ভালবাসে রূপের প্রতিমা
চন্দ্র, চন্দ্রানন
তুঁষের আগুন ধিকধিক জ্বলে।
একটু রয়েছে সাড়।

মরতেই হবে অমোঘবিধান
প্রতিটি শ্মশান জানে
আচার বিচার ছুঁড়ে ফেলে তাই
হীন এই ব্যভিচার
বণিতায় আর বারবণিতায়
স্বতন্ত্র কোন মানে।

কূট প্রশ্নের দংশন পটু
কুটিল পঙ্গপাল
যতই উড়ুক, আকাশ জ্বলবে
সুন্দর দীপমালা
ক্ষণ পরমায়ু প্রগলভ সুখে
লাল হয়ে যাবে গাল ?

অরণ্যবাসর

গভীর বনে ছুটিয়ে গাড়ি
গর্জনে আর আলোয়
শিকার খেলার উন্মাদনা তুলতুলে খরগোশে
রাত জমেছে গাছের বোঁটায়
থমথমে এক কালোয়
হঠাৎ দেখি বটের ডালে চাঁদ রয়েছে বসে।

কোথাও আমার বনের দেহ
গভীর মনোময়
গতির গাড়ি লাফিয়ে ওঠে গম্ভীর তর্জনে
রাত জমে কি গহনমনের
জোনাক পোকার আলোয়
চাঁদ ওঠে কি ফলের মত সে মনোহর বনে।

শাসন

সমুদ্রে দিয়েছি ডুব
শিখরের কঠিন বিন্দুতে
উঠেছি সাপের মত
বনের সবুজ অন্ধকারে
হয়ে গেছি মৃগ ও ময়ূর।
হে ধরিত্রী মাতা, এত শীত
সেবন করেছি তার দলিত আমিষ
সেঁকেছি হাতের দুই পাতা।

এ পর্য্যন্ত লিখেছি কবিতা
কবিতারই মত
এমন সময় এল চুড়োবাঁধা চুল
হাতে দুই কঠিন কাঁকন
ধূম্রলোচন রাগ
ঘুরপাক খেলো অনেকক্ষণ
তারপর বললে সে—মিথ্যুক, বদমাস!
এখানেই থেমে যেত যদি
বেশ হতো শালীন সুন্দর।
থামলো না, লেখার শেলেটে
ছুঁড়ে দিলে ভয়ংকর ন্যাতা।

নিবেদিত

মেঘভাঙা রোদ নামতে দেখেছি
পাখির সংগে উঠানে
কুহেলি মলিন মনের আকাশে স্ফটিক উঠেছে জ্বলে
সংসার ভাঙে শতেক চুক্তি,
আঁচলে গ্রন্থি বেঁধে
তবুও সজনী মনে রাখে প্রেম
হাসিমুখে বলে—বেসেছি।

‘কপাল’ ‘ভাগ্য’ ‘বরাত’ কেঁদেছে
অশুভ শব্দগুলি
দ্বৈরথ শেষে নীতি বিরুদ্ধ জান্নতে বজ্রাঘাত
হৃদের অতলে দুঃখে মলিন,
জীবনের নরমেধে
শোণিতসিক্ত স্খলিত মুণ্ডে
দেবীর চরণে এসেছি

সাধের পৃথিবী

এ পৃথিবী তার সাধের পৃথিবী আহ্লাদে আটখানা
টাক ডুমাডুম টাক ডুমাডুম হাড়ের বাদ্যি বাজে
জলের ঝালর দোলে বর্ষায় চাঁদের চন্দ্রাতপ
শরৎ যামিনী রূপসী ভামিনী অপরূপ হয় সাজে।

এ পৃথিবী তার সাধের পৃথিবী আহ্লাদে আটখানা
কি সাহসে তবু খাঁচায় দোলায় ময়না ও চন্দনা
রাত ঘন হলে রক্তমশালে মুখোশধারীর নাচ
উঠানের কোনে ভীমকুণ্ডলী, কন্টিকারির গাছ।

এ পৃথিবী তার সাধের পৃথিবী আহ্লাদে আটখানা
টাক ডুমাডুম টাক ডুমাডুম হাড়ের বাদ্যি বাজে
বয়স জড়ায় তন্বী কাঁচুলি কন্যা স্বয়ম্বরা
ধানের বদলে মাঠের শরীরে জ্বলে বিচিত্র খরা।

ললাটলিপি

ভাগ্য পড়ার ইস্কুল নেই জেনে
থেকেছি নিরক্ষর
লাইব্রেরী ঘরে অসংখ্য অক্ষর !

টিকটিকি আছে পুঁথির বোঝায় মসৃণ তার ত্বক
পতংগ ধরে ঝটপট ক'রে প্রধানজ্ঞানের যখ
জিভ দিয়ে চাটে দাঁত দিয়ে কাটে ধর্মে সরীসৃপ
কমেডির তাকে ট্রাজেডি রাখছে তফাৎ অবান্তর।

ভাগ্য পাঠের মুস্কিল জানে
গম্ভীর অমানিশা।
আকাশে দোলায় উজ্জ্বল শতভিষা।

কালকবলিত

অনেক কষেছি মেলাতে পারিনি, তাই
কৌপীন পরে সারা গায়ে মেখে ছাই
চলেছি অমরনাথ
সমতলে ফেল পাহাড়ে প্রথম
এমনই আমার ধাত।

একটু একটু জ্যোতিষ শিখেছি বলে
শহরে গঞ্জে মেয়েরা আসছে চলে
মা লক্ষ্মীদের হাত
কখনো হাসায় কখনো কাঁদায়
এবং ঘোমটা টেনে
গড় হয়ে প্রণিপাত।

ছলছল চোখে ম্লান হেসে আমি বলি
মিথ্যেই বাঁধো ভক্তির অঞ্জলি
কালের কঠিন দাঁত
ছিঁড়বে আদর ছিঁড়বে সোহাগ ছিঁড়বে সাধের শাড়ি
ভাঙবে বুকের তাঁত।

নির্বাচিত

বহুদিন ঘটিয়াছে প্রাণ হয়ে,
জীবনগণিকা সহবাস
রাক্ষসী সুরের নাগপাশ
পরিয়াছি। তবুও চন্দ্রের স্তন
জ্যোতির জঘন।
উড়িষ্যা মন্দির গাত্রে
রতিরত কিন্নর কিন্নরী
জনে জনে দেখিতেছে।
তাহাদের প্রাকৃত বমনে
শিল্প শুধু যাইতেছে মরি।

অন্তর অম্বর একি
দেবীক্রমে বিদীর্ণমন্দির।
উষার উন্মেষ অন্বেষণি
আয়ুধের অনল-নলিনী
কোন পুণ্যে পাতকের হাতে।
দুরারোগ্য নশ্বরতা
তাই তো খুঁজিতে হয় বিশল্যকরণী
অবিনাশী আকাশ ভেষজে।
শহরে বিপনি জ্বলে। নক্ষত্র মুদ্রায়
কেনাবেচা। বিবাহের লগ্ন এলে
যে ক'টি ব্রথেলে আলো নেভে

তাদের এসেছে চিনে
বয়সের জাতিস্মর বন।
সে কারণ নেশা হয়
পরম তাৎপর্য পূর্ণ হেমন্ত সেবনে।
কতদিন সাধিলাম কুষ্ঠশ্বেত রমণীরতন,
ভাগ্য নিয়ে ক্রুর অক্ষে কতবার খেলিলাম খেলা।

কখনো গৈরিক তাই কখনো গরদ।
রজত জরদ ঐ মেঘগুলি দেখ—
এতদূর হতে ঠিক মনে হয়
হিরণ্ময় ত্রিশূল প্রবল
জ্বলিতেছে। মনে হয় দেবীর নয়ন
খড়্গকান্তি। হৃদয়ের ক্ষরিত রুধিরে
রাখিছে অন্তিম শান্তি।

বোধ

বয়সের নাভি দেশে এসে বুঝেছি সম্প্রতি
আশালতা বাড়েনি মাচায়।
খাঁচায় পুষেছি রোদ
তারও বুঝি রোঁয়া উঠে যায়
দাঁড়ে বসে হাওয়া কপচায়।

ঘুমে ঢুলে আসে চোখ পাঁজিতে তো লেখা নেই তিথি।
বালি ভেঙে বুকে নিয়ে
সূর্যের উৎপাত
ভ্রূধনুতে এঁকে নিয়ে দূর মরূদ্যান
এ মরুর ঢেউ ভেঙে ছিঁড়ে এর সমস্ত তুফান
কার এমন পতন নির্ঘাৎ।
মসৃণ পাথরে গড়া ফলের মতন
আঁচলের অন্ধকারে জ্বলে ওঠে কনকযৌবন
মৃগয়ার অবসানে দেয়ালে যে অজন্তার স্মৃতি।
স্তন ও হৃদয়
এক নয়, বুঝেছি সম্প্রতি।

গাগরি ভরণে

গাগরি ভরণে যায় গোধূলির বধূগুলি
সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে
ওঠে না ওঠে না কেউ জলে ভাসে
চাঁদের ভৃঙ্গার
উদিত শস্যের বনে আলোর লগনে যেন
সবুজের দোলে শ্রোণীভার।

এখনও চোখের তটে বিষাদের নীল রেখাগুলি
যায় ভেঙে ভেঙে
ছলছল কলকল আনন্দের জল।
ক্ষরিত জীবনে মনে প্রকৃতির সুবিপুল স্তনে
ব্যথা যেন রৌদ্রপায়ী
মধুস্রাবী ফল।

গাগরি ভরণে যায় গোধূলির বধূগুলি
আলো ভেঙে ভেঙে
ওঠে না ওঠে না কেউ জলে ভাসে
নক্ষত্র ভৃঙ্গার
আলোর লগনে যেন শুচিস্মিত চাঁদের গগনে
লাবণ্যের দোলে শ্রোণীভার।

দুই বন্ধু

দুই বন্ধু বসিলাম ধূমায়িত কাপ আর বহ্নিমুখ সিগারেট নিয়ে
আমি চাহিলাম চোখে, সে চাহিয়া আমার নয়নে
স্থরু করে অকস্মাৎ—কতদিন মনে পড়ে নাকি
হাঁটিতেছি এইভাবে—প্রাণে মনে শরীর একাকী।
আমি কহিলাম—যদি নির্জন মশারি ছুঁয়ে উজ্জ্বল জোনাকি
জানালার অবকাশে তারা গেলে ঘরে আসে নক্ষত্রের ঝড়
নেমে আসে চন্দ্র শ্বেত শাঁখের অম্বর
তবেই বলিতে পারি কতবার ঘটিয়াছে মৃত্যু স্বয়ম্বর।
কণ্ঠে অভিমান আনি সে কহিল—জন্ম হতে জন্মের সোপানে
উঠিতেছ নামিতেছ, প্রকৃতির ভারি অভিধানে
এতবার পড়িতেছ—রমণীর পেলে নাকি মানে।
আমি কহিলাম তাকে—কাল বাজারের রঙে যারা হয় লাল
তারাও সহজে জানে মুখ হতে সরে গেলে সে ভাস্বর ছায়া
উর্বশী অচল হয়, প্রাণ গেলে পড়ে থাকে করুণ কংকাল।
'আশ্চর্য মৃত্যুর মুখ খুলে তাই বারবার ব্রত উদ্‌যাপন'—
কণ্ঠে পরিহাস শুনে আমি বলিলাম তাকে—জলের শৈবাল
জলের অন্দরে আছে সবুজের শিল্প সূচীমুখে
রূপ হয়ে কারু হয়ে ; সাবলীল মাছের জীবন
সে নিভৃতে খেলা করে নিয়ে তার মীন প্রতিবেশী।

বন্ধু বলিলেন—জান, কোনদিন করিনি বিশ্বাস
মেঘলোকে যুদ্ধ হয়, অথচ সেদিন
ঘোর বজ্রে জাগিলাম জননীর গর্ভের কন্দরে।
আমি কহিলাম—তাই মশলার দ্বীপ খুঁজে বন্দরে বন্দরে
জাহাজ ভিড়াই খালি।   এ বাতাস ফিরাবেন যিনি
কখনো পুরুষ তিনি দেখিলাম সূর্যাগ্নিমথিত
কখনো চাঁদের সিংহে সে সিংহবাহিনী।

রাবণবিক্রম

পুণ্যভূমি এ ভারতে
রাক্ষস খোক্কস কিছু বেশী।
এলোকেশী ডাইনির নিঃশ্বাস
বিশ্বাস অস্তিত্বহীন এ প্রতপ্ত মরু।
মিলের খাতিরেও কিন্তু গরু বলা চলে না, সম্ভ্রান্ত—
আমরাও বেশ ভয়ভীত।
জরুই করছে গরু আপামর বাধ্য স্বামীদের
সঠিক না জেনে তা কি বলা চলে ভদ্রনারীদের।

একদিন পরমার্থ খুঁজেছে ভারত বেছে নিয়ে হিমালয় সমুদ্র ও নদী
তাবৎ বিচিত্র বিশ্বে একমাত্র পরমার্থ সিংহাসন হয়ে পড়ে যদি
বিবেকের মরা-মরা নদী
আর কি গড়তে পারে ন্যায় যুদ্ধ, অসম দ্বৈরথ।
সুরত গোপনতীর্থ কামনার কুঞ্জবীথিঘরে
জীবনের নীতি মরে, প্রতিষ্ঠিত শনি—
শমীবৃক্ষে বাঁধা আছে ঈশ্বরের গম্ভীর অশনি।

স্পষ্টতঃই আমরা গরীব। নসিবে সয়নি বেশী র‍্যালা।
নিরালায় মরে যাওয়া অন্তিম নিক্ষেপ
জেলে যেন জাল ফেলে শেষবার, জলের বিক্ষেপ
ঢেউ তোলে মীনগন্ধী ; গুরু কিম্বা চেলা
যা হয় একটা কিছু তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার
ক্রমে রোদ মরে আসে পড়ে আসে বেলা।

মাটিতে দাঁড়িয়ে রোজ জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বল জীবন
চোখে পড়ে। অসম্ভব সে মিলনও ঘটে যেতে দেখি।
তবুও তোমার পাখি নিয়ে তার রঙীন প্যাখম
ঝমঝম মলপরা কিশোরীর মত
আমার গরীবঘরে কোনদিন হবে উপগত
এ চিন্তায় রূপকথা আছে। এবং বলছে ইতিহাস
বিচূর্ণ ব্যাসটিল আর রাজাদের শেষ নাভিশ্বাস
প্রহরী ও কুন্তা দিয়ে মেরামত হয়নি কখনো।
তুমি স্বপ্ন বোন জানি ঝিকিমিকি স্বুবর্ণের হারে।
এত সোনা পাও কোথা এ দুঃস্থ সংসারে

অনেক সুদৃঢ় স্তম্ভ ভেঙে গেছে বয়সে বাতাসে
মুক্তকচ্ছ ধাবমান হতে পারে কলুর ঘানির
চোখ যদি বাঁধা থাকে বলদের বলিষ্ঠ বিশ্বাসে
একগজ না এগিয়ে মনে হবে গতি প্রগতির।
তার চেয়ে ভাল হয় বোস যদি বাগিয়ে আসন
ভ্রূসন্ধিতে মন দিয়ে কর বিশ্বসাম্রাজ্য শাসন
মনেই সমস্ত আছে এই পরাজ্ঞান
লৌকিক নারীর বুকে তুলে দেবে উর্বশীর স্তন।

প্রদীপ সংরাগ

আঙুলে বাঁধিনি জল
যা যাবার গিয়েছে সহজে।
চোখ মুখ বুক কটি দেহের রেশম
ফুল তৃণ আলো আর জলের জীবনে
হেঁটে যায়—লম্বা প্রশেসন।

যন্ত্রযানে নারী আরোহণে
দক্ষ সেই দাম্ভিক সম্রাট
কৃষ্ণবর্ণ ঘৃণা আর রক্তবর্ণ তপ্ত লালসায়
বাদুড়ের নখে আর ইঁদুরের দাঁতে
অতিযত্নে যে মাণিক রাখে
তাকেও তো দেখেছি খানিক।

জানি কষ্ট রোদে ভিড়ে ঘামে
তবু তুমি ট্রামে বাসে যাবে,
তুমি তো জানো না তুমি কি ছড়াও
কেমন পূর্ণিমা।
তোমার চাহনি ঠিক প্রদীপের মত
চিক চিক হাসির ঝিলুকে
মুক্তা অবিরত।

উঠানে প্রাচীন গাছে উঠেছে সবুজ
ঋতুগুলি জল আর হিম হয়ে ঝরেছে হাওয়ায়
জনবিশ্ব কমে এসে কতিপয় অতিপ্রিয় মুখ
সুখের চূড়ান্ত করে এমন অবুঝ।

শেষরাতে ভাঙে ঘুম। জানালার নক্ষত্রমধুর
বাসর বধূর মত নতনেত্র, তবু আমি বলি ঃ
তোমার নরম চোখ রাখ তুমি আমার তারায়
চোখের আদরে যেন তারা হয়ে জ্বলি।

যেদিন প্রথম দেখা

যেদিন প্রথম দেখা কর্ম আর ঘর্মের জগতে
অন্নপ্রাণ বাঙালির সরু সরণীতে
স্বপ্ন ছাড়া নয়নের কোথাও ছিল না কোন রঙ।
যৌবনের স্পর্ধা আর অস্ত্রের সাহস
সারাক্ষণ খেদিয়েছে কুৎসার বায়স
সমাজনিতম্বদোল নষ্টনারী ঢঙ।
আকাশ আলোর অক্ষি মণির মৃণাল
ভোর হলে মনে হতো হয়েছে সকাল।

পৃথিবীর মাটি ছিল অমরার হৃদয়রঞ্জন
বন যেন উপবন সরোবরে শৈবালের জাল
গন্ধর্ব-নারীর কেশ উর্ণার বিন্যাসে
বুনেছে চাঁদের রশ্মি স্নিগ্ধশ্যাম ঘাসে।
যা দেখেছি যা পেয়েছি সমস্তই গতানুগতিক
তবুও উঠতো দুলে কুহকের মত,
কুয়াশার সন্ধ্যা ছিঁড়ে যেন এক ব্যাপ্ত হিমালয়
বেঁধেছে ধ্যানের হিমে চাঁদের বলয়।

বুকের নির্জন বনে ছুটে যেত সিংহ ও হরিণ
কখনো সমর স্রোত কখনো বা শান্তির স্পন্দন
বিস্মিত বাতাস এসে সারিবদ্ধ অরণ্য চন্দন
রেখে যেত সারা অঙ্গে সুগন্ধের দিন।
সেদিন হয়নি মনে অস্তিত্বের মানচিত্র পটে
নাস্তির রয়েছে কোন সাংকেতিক বিশেষ রঞ্জন,
সময় তরঙ্গতীর্থে উৎপাটিত সমস্ত বন্ধন
রঙীন ঝিনুক হয়—বলেছো সেদিন।

যূপকাষ্ঠে

সেদিন গভীর এক রাত্রির মশানে
বেঁধে আনে ঘুমচোখে কৃপাণ করাল।
ভূলুণ্ঠিত শিরস্ত্রাণে দুর্বল মুঠিতে
এ জন্মের যতগুলি উৎকৃষ্ট সকাল
ধরে রাখি। সারি সারি সে বধ্যভূমিতে
ভিড় করে কবন্ধেরা, নিয়তির জাল
ঘন হয়। উদিত আকাশে হাসে
আলোর রমণী।

লবণ সমুদ্র

জ্যোৎস্নার ধবল দুধে কিছুদিন স্নান করিলাম
প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে লাস্য নিয়ে খেলা করিলাম
পুঁথির গলিত পত্রে যাবতীয় জ্ঞান পড়িলাম
শতাব্দীর ওষ্ঠব্রণ সে কারণ উঠে আসে মুখে।

যত বোধি রমণীর মসৃণ আমোদে
যত সুখ বিচক্ষণ ছাপার প্রমাদে
সব দেখে সব চেখে অতঃপর আমি
ভবজলধির সেই রাক্ষসী লবণে ভাসিলাম।

বিষের ঝাঁপি

ছুচোখে জ্বলছে সিংহের মত বীর্যপ্রবল বাতি
কাঁকালে জড়ানো বিষধর এক কৃপাণ রক্তমুখী
বিক্ষত মুখে তট ভেঙে গেছে ব্যভিচারী সেই জল
এ মহাকাব্যে নায়কের আমি নাম যে উহ্য রাখি।

হাটের পসরা ক্রুর মহামারী বিষের বটিকা কত
মিথ্যার ডালা ঘন সম্মোহ রঙীন নক্সা আঁকা
নয়নে কাজল বিনোদিনী রাধা—সিঁথি কাটে কেন বাঁকা
এত ফুল ফোটে আকাশলতায় কার কবরীতে রাখি।

অভিশপ্ত

অচুম্বিত সে অধর খুঁজে খুঁজে যার কাছে যাই।

তবুও আঁচল টানে বক্ষের বলয়ে
আঁখিপদ্মে বাঘিনীর সর্বনাশ জ্বলে।

হেসে বলে—মনে রেখো, ঈশ্বর মডার্ণ
শ্রমণের কণ্ঠে চান শরীরের গান,
তোমার সংশয় কিসে চারিদিকে এত প্রজাপতি।

তখন তাকিয়ে দেখি যূথবদ্ধ রঙীন পাখায়
ব্যাদিত ক্ষুধার ঘরে অভিশপ্ত স্পন্দনেরা যায়।

অনঙ্গনিকেতন

কিছু বা প্রাচীন এই আধুনিক কথা
কিছু আধুনিক প্রবীণ গানের বাণী
সমুদ্রতটে জলরেখা নীলিমায়।
বয়স বেড়েছে মসৃণ কোন কাঁচে
তবুও ভাঙেনি, শ্যামধরণীর বনে
ময়ূরকণ্ঠী অনঙ্গজ্বালা তার
গতিকুরঙ্গ তড়িৎ স্বর্ণলতা।

জানে আনন্দ জানে বেদনায় একা
তবু যদি পায়— তুলিয়া ভাঙিয়া দেখে
ছুঁড়ে ফেলে দেয় বাহু ও চোখের ডোর।
আয়ত নয়নে আবার ঘনায় স্নেহ
অধর প্রান্তে দুলে ওঠে তার মন
আদরে সোহাগে ধ্রুবতারাটিকে ডাকে
শরীরের পটে জ্বালে সুন্দর রাকা।

দুঃসময়

সে বৎসর জ্যোতিষের গভীর গণনা
দুর্ভাগ্যের উল্কা দেখে এখানে ওখানে।
সুখের সাহসে স্নিগ্ধ মুখের প্রতিমা
সর্বাংগ আবৃত করে ব্যাধির বসনে।
আনন্দের যত স্মৃতি ফুলের গানের
কাটা পড়ে কীর্তিনাশা জলের কৃপাণে।

সে বৎসর দীপ্ততনু দেব দিনমণি
সন্ধ্যার বায়সকান্তি ভূমিষ্ঠ সকালে।
অমল আকাশলগ্ন আলোর অয়ন
মেঘের চন্দনবনে তীব্র বীর্য ঢালে।
ঘুমের গভীর হ্রদে স্বপ্নের জলধি
অতিকায় ঢেউ তোলে ভুজঙ্গ গরলে।

সন্ধ্যায় সকালে

সন্ধ্যায়

উপবীত ছুঁয়ে করেছি শপথ
পরবো না উপবীত
হারতে হারতে ছিঁড়ে নেব দেখো
এই জীবনের জিৎ।
চোখ ভেরে আসে জানু ভেঙে যায়
তবুও সচল চলা
কাজল মেঘের তমালে আমার
অমর চন্দ্রকলা!

সকালে

ভাঙতে দেখেছি স্বর্ণজঙ্ঘা শিখর তুষারনীল
ধনু ভেঙে ফেলে ছুঁড়তে পারিনি মানসাঙ্কের মিল
অবিশ্বাসীর কুটিল কাগজে।   কাজেই পড়েছি পায়ে
চোখের চাওয়ার আরোগ্য এনে বুলিয়ে দিয়েছো গায়ে

বর্ষণের পর

পথে যেতে দেখি টলটল করে
কাজল দীঘির জল
ধারাবর্ষণ সিক্ত স্নিগ্ধ সবুজ ধানের ঢেউ
দূর দিগন্তে লতিয়ে উঠেছে সুনীল শৈলরেখা।
কি গভীর গান বেজে ওঠে চোখে
সমস্ত অভিমান
শ্বাপদ দুঃখ ঘন অরণ্যে অশুভধ্বনির ফেউ
ছেড়ে চলে যায়, চোখে জ্বলে ওঠে অমর চিত্রলেখা।

কত কান্নাই কেঁদেছে জীবন
শত বিষাক্ত বাণ
রুধিরপিয়াসী অণুকীটসম ঘিরেছে যাত্রাপথ
ঘামের বদলে কপালে সেজেছে রক্তের চন্দন।
তবুও আকাশ আনত ওষ্ঠ
গভীর নীলের ডোর
পৃথিবীর চোখে চাহনির জাল স্বর্ণলতার মত
ব্রততীবিতান শাখায় আমার জড়ালো আলিঙ্গন।

অক্ষক্রীড়া

ধর্মরাজ ধরিলেন বাজি
অধর্ম হাসিয়া কহে—এই জিতিলাম।

সেই জয়ে মুক্ত হলে শোণিত লোহিত
অভিমানী বেণী বাঁধে, সূর্যাস্তের সিঁদুরে আলতায়
এয়োতি পরিয়া নেয় সেই সব ক্ষণস্থায়ী নারী
যাদের স্বামীর মুণ্ড মাটিতে গড়ায়।

কূট অক্ষে খেলা করে নিবিষ্ট শকুনি
কি ভাবে কাটিয়া যায় দিবস রজনী।

আজও ভাল লাগে

আজও ভাল লাগে চাঁদের বিতানে মুখচন্দ্রের তিথি
মণিবন্ধের ধমনীশিবিরে জীবনের স্পন্দন
বুকের যুগল কমলকলির আত্মসমর্পণ
পুঞ্জ আদরে পুষ্ট অধর আঙুর লতার রীতি।

আজও ভাল লাগে করপুটে তার ভাগ্য ভবিষ্যত
লাস্যে অরুণ অনামিকা তুলে ওষ্ঠ অভিজ্ঞান
হৃদয়রক্ত অলক্তরঙে চিত্রিত দাসখত
বারণ এবং ব্রীড়ার শরীরে দারুণ অগ্নিবান।

অনুযোগ

আলু থালু সেই আকাশের বুকে
আঁচল রাখেনি মেঘ
গৈরিক স্রাবে ছুটে এলো আলো,
প্রমত্ত প্রাণ বেগে
ডেকেছি তোমায় স্নিগ্ধ মাঠের শ্যাম দুর্বার বনে
তখনো তোমার চোখের তারায় নিয়তির উদ্বেগ।

দিগন্ত পটে শৈল মালার
বলয় রেখেছি এঁকে
সবুজ করেছি অরণ্যলোক,
ভূমিলক্ষ্মীর চুল
কবরী হয়েছে লতার জটায় জলপরীদের ঢঙে
তবুও তোমার হিসাব নিকাশ একটু যায়নি বেঁকে।

সর্পছন্দ

কি করে সরলভাবে চলে সরীসৃপ !

শরীর গঠনে আছে কুটিল বিন্যাস কিছু কিছু
গর্তের তিমিরে তার প্রয়োজন প্রধান প্রধান,
ত্বক তার আঁকা তাই বিচিত্র লক্ষণে।

ভূমিতে আশ্চর্য লগ্ন পিচ্ছিল সুন্দর
কোথায় রোদের তাঁতে আলো টানাটানি
যেখানে ফুলের বন খেলে না সে ভয়ংকর খেলা।

সর্বত্র ছড়ানো আছে গর্বিত রাত্রির অপচয়
নির্বাপিত সূর্য আর মহাকাশ তিমিরপ্রধান—
কোথায় হারালো তার স্নিগ্ধ মণিদীপ।

আমন্ত্রণ

এ অশান্তি এই পাপ
এ গোবি সাহারা
ছেড়ে চলে এস,
আমি দেব অন্তরঙ্গ তারা।

দেব মেঘ, বর্ষণের
সে বদান্য বেগ
তোমার বিদীর্ণ মাঠে
ঢেলে দেবে সঙ্গমের ধারা।

অসঙ্গত এ শাসন
অশুচি পাহারা
ছেড়ে চলে এস,
ভেঙে এস প্রমাদের কারা।

এস আনন্দের দেশে
যুগলের সৃষ্টির আবেশে
এস চলে এস,
আমি দেব চুম্বনের তারা।

শিল্প তীর্থে

যক্ষিনীর বক্ষদেশ ভাস্কর্যশাসিত
স্নায়ুহীন স্নেহহীন। শতাব্দীর জলগুলি
রাখিল নাভিতে, জঘনে সহিল কত ধ্বংসের
বাতাস। যৌবনব্যথিত নারী ঈর্ষায়
চাহিল মুখে—আমি এই অযৌন উদ্যানে
কত কাল করিব যে বাস।

শিল্পতীর্থে প্রণয়ের প্রাচীন সংগত
ভাঙিলাম ; উদ্যত অধরবৃত্তে
ধরিলাম দৃঢ় অবহেলা। স্বেদহীন
ক্লেদহীন রমণী যাপন এই, আমি এর
স্তনে ও কটিতে চোখের পতঙ্গ রাখি
রমণীয় শীতে।

তিমিরগাজন

কিছু পরিচিত নেশা ঢালিয়া আরকে
বীতকাম সন্ন্যাসীর দল
মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে করিলেন দৃঢ় করাঘাত।
যুযুধান বিগ্রহের আহত বাহুতে
বাধ্য বরাভয়
নেমে এল।
তখন শকট চড়ি শাস্ত্রীয় বৈরাগ্য ভ্রূকুটিল
অবতীর্ণ; গণি গণি পুণ্যের মোহর
নিখাদ ও মূল্যবান, প্রাগৈতিহাসিক
ভরিল সঞ্চয় স্ফীত।
তারপর সে বাহিনী বৈরাগ্যের খুলিয়া মেখলা
ভজিল নিষিদ্ধ যত বিখ্যাত উল্লাস।
অঙ্গনে অঙ্গনা এল নাচ হলো তিমিরে তিমিরে
মন্দিরে বিনয়ী হয়ে দেখেন দেবতা।

সর্পসঙ্গম

নিষ্প্রদীপ সে মন্দির। বিগ্রহের বেদীর আসনে
বিপুল ভুজঙ্গবীর্য কুপিত অন্তর,
অসিতগর্ভের ভারে যে নারী মন্থর
সে শুধু আরতি আনে কনক বাসনে।

সে মন্দিরে ঘন ঘন তামসনিঃশ্বাস
বিষের অনলে জ্বলে যোনির পিপাসা,
গরলগম্ভীর স্তনে মাতৃত্বের আশা।
জননের পীঠস্থানে প্রসবের ত্রাস।

এসব দেখিনি আমি। বুড়ীদের গল্পের বেলায়
ঝাঁপি খুলে কেউ কেউ গোখুরা খেলায়।

দান প্রতিদান

আমার সর্বস্ব নিয়ে যা দিয়েছো
তার
সোহাগে সবুজ মাঠ, বসন্তবনের বুকে
পাখির নিক্কণ
জামরঙ মেঘ আর মেঘরঙ পাহাড়ের
তাল
উতলা জলের অভিযান।

অধরে অমৃত নিয়ে সময়ের অনন্ত
সমীর
একাই সহেছি এতদিন। রাত্রির সিঁথির
পর
কতবার এলো গেলো চাঁদ, দিগন্ত শিখরে
ভোর
আলোময় নয়ন উন্মেষ যেন কুঁড়ি
যেন ফুল যেন এক গন্ধর্বের গান।

তোমার সর্বস্ব দিয়ে যা নিয়েছো
তার
আবেশে রক্তিম দোলে আনন্দকুসুম
আমার
গোপন ডালে। প্রিয়তম, পুরস্কার তিরস্কার
যা পেয়েছি
এই পৃথিবীর, বিরূপভাগ্যের হাতে
যা সহেছি
আমি তার যন্ত্রণার পর রাত্রির চূড়ায় জ্বলি
অধীশ্বর,
নির্নিমেষ নক্ষত্রের মত।

বলির লগ্নে

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে এইভাবে তার দিন কাটে
শিয়রে শমন জেগে বসে থাকে প্রহরী ভয়ংকর,
শ্মশান শকুন চিতার আগুন দিন গোনে আর ঠোঁট চাটে
চুম্বনহীন বিছানা তুহিন মরে যায় অন্তর।

কোথায় জ্বলছে ভাঙা ভাগ্যের রাঙা তার পশ্চিম
যেন সিঁথি জুড়ে পুড়ছে সিঁদুরে সধবার শেষদিন,
আসবে এবার করাল অমার উলঙ্গ সেই কালী
জটিল জলের জটায় জড়ানো পাপ দিতে হবে ডালি।

ক্ষতিপূরণ

হোটেলের ঘরে আরাম খুঁজিনি সামনে জলধি নিয়ে
হলুদ বালির বুকে ছুটে গেছি শীকরসিক্ত চুলে
ভীম আক্রোশে মারতে এসেও হয়তো মনেরই ভুলে
গলায় জড়ায় জীবনজলধি অমল সোহাগ দিয়ে।

কতরাত জেগে শুনেছি সাগর তরঙ্গ গর্জন
শুনেছি বুকের গোপন শঙ্খে জলের আর্তনাদ
শতযন্ত্রণা কণ্টকক্ষত অশ্রুর প্রতিবাদ
ভুলিয়েছে সেই উদিত চন্দ্রে অধর সমর্পণ।

পরিণাম

কিছুদিন ভালবাসিবার পর আসিয়াছে ঘোর অবসাদ
বিবর্ণ ঘাসের দেশ চোখে পড়ে অপসৃয়মান
আমি বলিলাম তাকে—সম্প্রতি-বিধবা ঐ নারীটির স্বামী ছিল
এতদিন আমার সমান।

অদূরে আকাশ মার্গে হামা দিলে চাঁদের শাবক
সে কহিল মৃদুকণ্ঠে—পবিত্র সিঁদুর দিয়ে আঁকিয়াছি সিঁথি
খড়ি পাতি গনিয়াছি সৌভাগ্যের শান্ত বর্তমান
চিরদিন শোনাইবে গান।

বিতর্কসভায় যেন লড়িতেছি, কহিলাম—বিধাতার স্নেহপাত্রী
কিনা
লেখা নাই কোন তন্ত্রে; সিঁদুরচিত্রিত সিঁথি দেখে
মনে হয় সব বুঝি ধুয়ে যায় সূর্যাস্তের গাঙ্গেয় অনলে
ভেঙে যায় ভাগ্যহীনা শাঁখার সমান।

প্রশ্ন

এমন কঠিন অঙ্ক দিয়েছো কি মতলবে।
হাড়ের পাশায় ভাগ্য পড়বে সহজ দানে
ভেবেছি যখন তখনও বলনি কিছু —
বেড়াতে এসেছি ; সমরাঙ্গনে
রক্ত মাখবো ঘুরবো এমন শাস্ত্রের পিছু পিছু
এ হেন বার্তা বাজেনি পাখির বায়স রবে।

সুন্দর তুমি নিসর্গ পটে চন্দ্র কলা।
আমি যা করছি সবই হয়ে যায় পাপ
যে পথেই যাই হয়ে পড়ে ঝকমারি—
আইনের কোন বিশেষ ধারায় তার অধরের তাপ
শান্তি স্বস্তি ফুল ফল তরকারি
সময়ের ক্রুর তর্জনি চিনে হয় না অচঞ্চলা।

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি

জীপগাড়ি চেপে ছুটেছি সেদিন
বৃষ্টি মাথায় নিয়ে
মেঘের বাহিনী ব্যুহ রচেছিলো আকাশ রণাঙ্গনে
দিনান্ত হলো জলে ও ছায়ায়
পৃথিবীর অঙ্গনে
দিনেই রাত্রি, জ্বললো না রোদ নতুন আলিঙ্গনে ।

দূর অরণ্যে কর্কশ গানে
ময়ূর মেতেছে দেখে
অতিকায় কোন হস্তীযূথের শরীর শৈলমালা
ক্ষুধিত রুষ্ট দানবের তেজে
ঝড়ের জীবন জ্বালা
ঘনবর্ষার কামিনীকণ্ঠে পরালো প্রেমের মালা ।

প্রপাতের মত নামলো বৃষ্টি
শাল মহুয়ার বনে
নায়াগ্রা এলো জীপের মধ্যে হয়নি নিমন্ত্রণ
কি পেয়েছি আমি জলের নৃত্যে,
নায়িকার কম্পন
সুন্দর এলো ঢাকতে ঢাকতে
অবাধ্য তার স্তন ।

শ্রাবণ পূর্ণিমা

শ্রাবণের জানালায় জলের তরল চিক দোলে
মাঝে মাঝে বজ্র এক গান গায় ক্লাসিক গম্ভীর
বিদ্যুতের তীব্র টর্চ মুখে পড়ে যে ক'টি নারীর—
অরণ্যানী শস্যভূমি—অন্ধকার আড়ম্বর খোলে।

এ কোন বেসাতি নয়। রুপো আর রূপের নিয়ম
অমোঘ কানুনে বাঁধা—খোঁপা জ্বলে শ্রান্ত শর্বরীর
বাতাসবেপথুমেঘ ছিঁড়ে গেলে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
আকাশে নির্মিত হয় চাঁদের মন্দির।

উর্বশী

নিতান্তই যাবে যদি
বলে যাও আমার শরীরে।
হৃদয়ে উদ্গত তুমি, জানি।
আমার সর্বাংগ আজ মাৎস্যন্যায়
ভালবাসে, কল্লোলের ঘর
অশান্ত জলের তিথি। কি গণিতে
হে ধানুকি, শরীরের বাঁকানো ধনুকে
এমন অব্যর্থ ছোঁড়, ছিঁড়ে যায়
লজ্জার আঁচল।

ভবি ভোলে না

(১)

সম্পূর্ণ বোঝার আশা দাও জলাঞ্জলি।

সর্বজনপূজ্য সেই প্রাচীন ঈশ্বর
এ জীবন করেছেন এত ভয়ংকর।

কল্যাণি, শুনো না তুমি কারুর বারণ
আকাশে পূর্ণিমা করে স্বস্তি উচ্চারণ।

'মাটিতে মাথার খুলি যায় গড়াগড়ি।'

(২)

এত লাল কেন উদয় অস্ত
কেন এত লাল গোলাপ করবী
আমি শিল্পীর প্রতিভা গরবী
তবু সাদা সিঁথি, হায়রে কপাল

সময় মরু

কত কথা দিয়ে সাজিয়েছি তার রাত্রিদিন
ভরে গেছে মাঠ উজ্জ্বল সব রঙীন ফুলে,
সকাল সন্ধ্যা জ্বলেছে জবায় রাত্রি অপরাজিতা
তবুও সময়ে বালি উঠে এলো ধারা হয়ে গেলো ক্ষীণ।

মনে পড়ে সেই চাঁদের মুকুট রজনী রাজেশ্বরী
করতলে তার আমলকি নিয়ে বিষণ্ণ বসে থাকা,
মুছাতে সে শোক ফুটেছি অশোক রক্তিম মঞ্জরী
বেদনা ভাঙিয়া করুণ অরুণ অধরে দিয়েছি ধরি।

কত কথা দিয়ে সাজিয়েছি তার রাত্রিদিন
কেয়ূরে কাঁকনে সোনায় বাঁধনে রঙীন ফুলে,
সকাল সন্ধ্যা জ্বলেছে ঢলেছে রাত্রে অপরাজিতা
তবুও সময়ে বালি উঠে এলো ধারা হয়ে গেলো ক্ষীণ।

বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ

বাগান হয়েছে আগাছার বোঝা
গিরগিটি আর সাপ
গোলাপ মঞ্চ কাঁটা পরে আছে যীশুখৃষ্টের মত
এই মালঞ্চে জ্বলছে হৃদয়
ফুটছে প্রেমের তাপ
বুকের দোলায় দোলে ইন্দ্রানী সময়ের অনুগত।

ঘটনা নিজের দায়িত্বে ঘটে
শকুন প্রাজ্ঞ পাখি
বাসর দেখেই ডানায় নাচায় কবর এবং চিতা
ফুলের গন্ধে চাঁদের আলোয়
ভুলে যায় লোকে গীতা
এবং হঠাৎ লাল হয়ে ওঠে লাজুক অসম্বৃতা।

কিছু একটা যে ঘটছেই কোথা বিদ্যুৎ লেনদেন
বৈতরণীর স্রোতের মাথায় দ্রুত বলে গেলো প্লেন

পড়ন্ত বেলায়

আয়না ভাঙছে ঝন ঝন করে
ছায়া পড়ে না যে কাঁচে
মসৃণ ত্বকে নখের চিহ্ন কার,
হাজার জাহাজ জলে নামিয়েছে
এমন অহংকার
আহা উর্বশীমুখ পুড়ে গেল তার আঁচে।

আয়না ভাঙছে ঝন ঝন ক রে,
জরতী কে কেশবতী
উকুন বাচছে চারটে পাঁচটা ক'রে
আঠায় জুড়বে কালের কাঁচ কি—
ফোন করে করে হাল্লাক, তবু
সবাই ঘুমন্ত
নগরে যে আজ নাগর বাড়ন্ত।

প্রাচীন অসুখ

মানুষ যে মরে যাবে অসুখে কি অন্য অপঘাতে
দুরন্ত মধ্যাহ্ন হবে অপরাহ্ন নদী
সে তোমার ছিল না অজানা।
গোলাপও ঝরতে জানে ধুলোয় মাটিতে
যৌবন সময়ে হয় বৈরাগ্য ও বোধি
নারীর বাসনা হতে মুক্তির এষণা।
বুদ্ধ ও চৈতন্য চিনে নারীর দেয়ালি
গভীরে খুঁজতে গেছে সৃষ্টির হেঁয়ালি।

এভাবেই বুঝে নিয়ে সরল জটিল
পাকা ধানে মই দিয়ে কেটে গেছে কাল।
সকালে ভেঙেছে ঘুম ভারি মাথা নিয়ে
সাধের গেলাসে ফের ডুবেছে বিকাল।
সন্ধ্যায় ভেগেছে তারা নাম সংকীর্তনে
রাত বারটায় ফিরে ছিঁড়েছে কাঁচুলি।

শীতের সূর্য

শীতে কুঞ্চিত শীতের শরীর ছুঁয়ে
সারারাত জেগে আকাশে পড়েছি নুয়ে
বোধন করেছি রাঙা অতিকায় ডিম
সহবাসে তার ঘুচলো বুকের হিম।

জন্মনা জাল—ঐ বুঝি পূর্বাশা
গর্ভিনী পাখি গুহায় পুষেছে আশা
এসো কিন্নরী বাজাবে সোনার আলো
ঝুঁটিতে কনক নাভিদেশ ঘন কালো।

ঐ ফোটে ডিম ছুটছে আলোর আঁজি
গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ ভরছে সাজি
কৃষ্ণ মেঘের জটায় জড়ালো রোদ
আকাশের চোখে কত যে মমতা বোধ।

আলতা আবিরে রঙীন হয়েছে বেলা
সুন্দর লাগে জীবনের ছেলেখেলা
মেঘের রমণী সিঁদুর নিয়েছে তুলে
চিরুনি ছোঁয়ানো মসৃণ কালো চুলে।

ভ্রান্তি

বৃষ্টি নামলে মাঠের অঙ্গনে
ঝাপসা দেখায় দূরের পাহাড়তলি
পাহাড়ী নদীর শরীর উঠছে জ্বলি
গলিত মেঘের দেহের সঙ্গমে।

আঁকাবাঁকা জল ছুটছে সাপের মত
সাপের খোলসে জমছে জলের কণা
পাখি পতংগ বৃষ্টির আল্পনা
সময় দুলছে সোহাগী মেয়ের মত।

কোথায় বৃষ্টি, পিঙ্গল পশ্চিমে
আগুন জ্বলছে উজ্জ্বল চুল্লিতে
মন উড়ে যায় মেঘের বল্লরীতে
ভুল হয়ে যায় ছায়ার বিভ্রমে।

গৈরিক

তখনও সময় ছিল।   ঘাসের ছড়ানো অবকাশে
খানিক বসার পর বললাম—কি দ্রুত প্রবাহে
শরীর কংকাল হয় মাঠে মরে তৃণের জীবন
তুমি কি বিশ্বাস কর জন্মান্তর, মদির সুরভি।
ম্লান হেসে বলেছিলো—তুমি জান, প্রাণ
আমাকে অবাক করে হাতে তুমি হাত রাখ যদি ;
রোদের রঙের বাটি ঐ দেখ ঢেলেছে পশ্চিম।

'ঝর্ণায় অনন্ত হবে আমাদের ক্ষণস্থায়ী দিন।'

তোমায় মন্ত্রণা দেয় কে এমন কিন্নররমণী
যদি তার দেখা পাই এই হার পরাই গলায়।
এই বলে চোখ তুলে বলাকামালায়
তাকেও যে যেতে হবে নিয়ে তার করুণকুসুম
কাজল চোখের জল সুখস্বপ্ন ঘুম
অনেক কথার পরও সে সূর্যাস্ত ভাসেনি বিশ্বাসে।

জিজ্ঞাসা

এতদিনে জীর্ণ হলো ঋতুর রুদ্রাক্ষ জপমালা ।
ক্লান্ত শীর্ণ হাড় প'রে অস্তাচল শায়িত আঙুল
পারে না ঘোরাতে আর, দারুণ রাত্রির শীত
অন্ধকার হয়ে ঘিরে আসে । নয়নে সূর্যের কনীনিকা
ম্লানরশ্মি, হে দেবীপ্রতিমাতীর্থ, দুরন্ত জ্যোতির
দিগ্বলয়, কোন গর্ভে বড় হলো ধীমান্ মৃত্যুর
ভবিষ্যৎ !

সমর্পণ

কবিখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত । সৌন্দর্যের বনেদী সনদ
হাতে দিয়ে হেসে বললেন—'কিছু কি লিখিনি ভাল
ভেবে বল নিন্দুক প্রধান ।'
নিসর্গে তাকিয়ে দেখি—অনশ্বর ঐশ্বর্যের জান ।
দৃষ্টির বিক্ষুব্ধ শ্যেন ছেড়ে এল সেই ইন্দ্রজাল
নেমে এল ধর্ষিতা নারীর দুঃখে
ঈষৎ মাতাল যেখানে জ্ঞানীর জ্ঞান,
বসুন্ধরা উপবাস যান
মাঝে মাঝে যে প্রাসাদে, সৌন্দর্যপ্রধান ।

রক্তাপ্লুত এ ভূখণ্ডে ফুল ফোটে গোলাপ করবী
সে ফুলে অঞ্জলি দিই । আমিও যে ঈশ্বর গরবী ।

উত্তর যৌবন

চোখের সাহস নিয়ে জলে রাখি জলজ আকাশ
এতদিনে মনে হয় কাল পরিশ্রমী।
শ্রম স্বেদ অশ্রু রক্ত এরা আছে, আর আছে মন
অভিমানী চিরদুখী—নষ্ট দুই স্তন
এরই মধ্যে হৃতরাজ্য মৃত সিংহাসন
চঞ্চুপুটে নিয়ে যায় দানব শকুন।

একদিন আন্দোলিত বসন্তের বন—
রূপে রসে বর্ণে গন্ধে দৃষ্টি স্বাদ শ্রুতির জীবন
রেখেছে উজ্জ্বল করি। রত্ন আর শরীরের জ্বর
দিয়েছে উজাড় করি যতেক নাগর
নাচে গানে সম্ভোগের বিচিত্র মুদ্রায়।
এই দস্যু পাখি আজ সমস্ত ঘুচায়
চঞ্চু হানি ঘন ঘন ভাঙে ত্বক,
খোঁপায় উকুন।

কপালে রঞ্জনটিপ চোখে গূঢ় সংকেত কাজল
ওষ্ঠ অধরের বাঁকে চুম্বনের রণযাত্রারেখা
রমণীয় আলিঙ্গন ফনাতোলা তরল গরল—
তবুও কি অবসন্ন, কি ভীষণ একা
দীর্ঘায়িত এ দাম্পত্য হায় ভাগ্য এমনই করুণ।

এই জলে সময়ের কুপিত অনলে
যা গিয়েছে তার
আর তো চিকিৎসা নেই, ব্যাপক সংহার
শিকড়ে গলিত পত্রে। রঙ্গময়ী আলোক বিপণি
কি ভাবে সন্ধান পায় কে কাহার শনি।
শুধু দেখে নয়নাভিরাম
নাভি নিম্নে যে অপরাজিতা
সে আজ মুদিত শ্যাম—
যজ্ঞকুণ্ড নয় আর তেমন অরুণ।

অসংখ্য মৃত্যুর চিহ্ন

জানি তার চাহনির গভীর কাজল
ওষ্ঠের সুতীক্ষ্ণ মুদ্রা তীব্র কথাকলি,
নির্জন আগুনে কেন জ্বলি।

মৃতচন্দনের দেশে, ময়নাতদন্তের অবসানে
শাল ও সেগুন আনে নিহত ক্ষত্রিয় সমতুল,
বর্ম ও উষ্ণীষহীন সেই সব বৃক্ষের নিলাম
দেখে দেখে ঠিক হয় মাংসের কি দাম।

জানি তৃণভূমি, জানি সবুজের আলোকবিন্যাস
পাখি ও পতংগ চিনি গাঢ় ফিকে দ্রুত ও গুঞ্জিত,
মৎসগন্ধা নারী তবু আকাশে ছড়ায় কেশদাম।

শতাব্দী প্রবীন বৃদ্ধ দ্যুতিহীন চোখের ছায়ায়
ডান হাত তুলে ধরে ; অধীত হাতের উপাখ্যান
বলে তার আয়ুক্লান্ত জীর্ণ কণ্ঠস্বরে—
'অসংখ্য মৃত্যুর চিহ্ন নিরাপদ জীবনবীমায়।'

মানব প্রকৃতি

'মানুষ আগের মত ভাল আছে আর?'

আগে—কত আগে
মানুষ উত্তম ছিল ন্যায় বুদ্ধি সৎ
মহৎ উদার কিম্বা বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক।
মেয়েলি স্বভাবে তুমি চুল ঠিক করে
বিদ্যুৎ গতিতে তুলে অবাধ্য আঁচল
মসৃণ কপালে এঁকে রেখার বাহার
খেটেখুটে ইতিহাসে হয়েছো প্রথম।
তবুও হলো না পরিষ্কার
কবে ছিলো মানুষ উত্তম।

ধরা যাক ছিলো।
অন্য কি নিয়তি হোত
বর্তমান ভালছেলে হলে।
বেশী ছুঁতে পেতো লিপ্‌স্টিকের রঙ?
···তবেই দেখ সত্ত্ব রজ তম আর
মানুষের ভয়ংকর দম
যাদের অধম করে দলিত চাদরে
হরপ্পায় নালান্দায় কণার্ক মন্দিরে
তারাই উত্তম।

সূর্যগ্রহণ

আমি তাকে বলিলাম—সম্প্রতি রয়েছি ব্যস্ত ভারি
ক্ষেপিয়া কহিল নারী—এই খোঁপা হবে কর্মনাশা
এই বলে দেখাইল বাবুই পাখির এক বাসা।

প্রসাধন আয়োজনে টুকিটাকি ভরেছে ভাঁড়ার
বর্ণে গন্ধে রচিয়াছে সভ্যতার কৃত্রিম সংসার
নখে রং ঠোঁটে রং, রং তার চোখের পাতায়।
সব রং ভেঙে যাবে একখানি ঘোরানো জাঁতায়
এ কথার কি উত্তর বুদ্ধিমতী বলহ বলহ
না বলিয়া সুরু করে ঘোরতর প্রণয় কলহ।

পৃথিবীতে তুমি এক লক্ষ্মীছাড়া বিটকেল বৈরাগী
সুন্দর সমুখে এলে কি বুদ্ধিতে খালি যাও রাগি
কে সে মেয়ে সাজে না যে বাঁধে না যে চুল।
নম্রকণ্ঠে কহিলাম—অবশ্যই হতে পারে ভুল
তথাপি দেখেছি ঘাসে পড়ে আছে কতিপয় হাড়
সেগুলি কি চিরপ্রাণ অপরূপ রূপের পাহাড়।

শ্মশান রয়েছে বলে তুমি চাও আমি সাজিব না।
আমি বলিলাম শুনে—যত খুশি তুমিও সাজো না
তুমি আর যারা চায়—শুধু এই দীন নিবেদন
ও সৌন্দর্যবুদ্ধি যেন কাছে এসে চাহে না বেতন।

এ কথায় দুই চোখে ঘনাইলে গাঢ় অভিমান
ক্লান্তকণ্ঠে কহিলাম—ঐ দেখ, বিদীর্ণ বিমান
মেঘে মেঘে ছিন্ন-অংগ পরাজিত আলোর জটায়ু
এখনও তিমির ছাড়া পৃথিবীতে কিছু নয় দীর্ঘ পরমায়ু।

দৈনন্দিন

অনেক ভাবনা অনেক কান্না
জলস্রোতে কি মুদ্রা দোষে
ভাগ্য ফেরায় গণৎকারের খড়ি
টিক টিক করে ঘড়ি
মধ্যবিত্ত পরীর জন্য ভাঙছে ভবিষ্যৎ
দৈনন্দিন থোড়বড়ি কি সে মিলবে পরিত্রাণ
টেক্কা দিয়ে কি শাড়ি পরছো না
সিনেমা যাবার ছলে
কপাল পুড়লে পবিত্র হয় সবাই গংগাজলে
নিঃশ্বাস ফেলে শরীরে জড়ায় থান ।

বাড়ীর মাথায় ট্যাঙ্কে
বিচারক দাঁড়কাক
টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছে শাশুড়ী
দেখছে বৌ'এর ঘুম
দেখছে কাজের ধুম
সানাই বাজিয়ে জলে পড়ে গিয়ে
করছে কে আঁকপাঁক
ভেঙে দাও সব জাঁক
পুলিশের ভ্যানে হৃদয় পাঠাও
নিরাপদ কোনো ব্যাঙ্কে ।

সকলেই কিছু ধার্মিক নয়
নয় কিছু বিদ্বান
বিশিষ্ট বক প্রশ্ন করলে
শাস্ত্রীয় সমাধান
ব্যস্ত বিশ্বে ভাবতে বসলে
উনুনে চড়ে না হাঁড়ি
রাত ভোর হলে উনুন ধরাতে
টাকা লাগে কাঁড়ি কাঁড়ি।

রাজনীতির সুখদুঃখ

প্রথম প্রথম হয়নি আমার এমন মতিভ্রম
পৃথিবীর শোকে জল এসে যেত দুচোখে অকৃত্রিম
অভাব এবং অত্যাচারের খুনী দুই তরবারি
মনে হতো আমি চেষ্টা করলে ভোঁতা করে দিতে পারি।

এভাবেই সুরু একটু একটু কথার সংক্রমণ
কলেজ ডিবেটে দুরু দুরু বুকে হেনেছি বাক্যবাণ
প্রতিপক্ষ কি ধরাশায়ী হলো, স্নিগ্ধ হেসেছে হেনা
তার ব্যাগ হতে শোধ করে দিই আমার খুচরো দেনা।

তখনই বুঝেছি এই সংসারে বুলির ঠিক কি দাম
লিডার হওয়ার পথ অবশ্য নয় ঠিক মসৃণ
একটু বুদ্ধি একটু চালাকি কিনে নিতে হয় দিন
ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে পেড়ে নিতে হয় পরের গাছের আম।

গান্ধী টান্ধী বলতেও হয়, হাওয়া যদি হয় বাম
টুক করে তবে অন্য গলায় রাশিয়া অথবা চীন
চামড়াটা শুধু মোটা করে নেওয়া ধাক্কাধাক্কি করে
একটু লুকিয়ে মদ খেতে হয় একটু লুকিয়ে কাম।

জনসমুদ্রে ডুবো পাহাড়ের আছে কিছু উৎপাত
কখন জাহাজে ধাক্কা লাগবে কোন পাথরের সিং
এসব বুঝলে ঠিক হয়ে যায়—ফোন বাজে ক্রিং ক্রিং
অনিমা ডাকছে বিছানা সাজিয়ে, পাগোল হয়েছে রাত।

বন্ধুর বৌ রং ঢং জানে চটুল এবং তরল
চালাক মেয়েরা নেশার সময় হয়ে যায় ভারি সরল

জেনে বুঝে সব ন্যাকামি করবে—তখন পেশীর জোরে
লজ্জা ভাঙবো মুখে তুলে দেবো মধুর জ্বালার গরল।

হয়তো তখন দেবদারুশিরে সজল করুণ-চাঁদ
চোখে চোখ রেখে জানতে চাইবে—এমনই কি ছিল কথা
কৈশোরে কোন প্রতিজ্ঞা নিয়ে বুকে নিয়ে কোন ব্যথা
রৌদ্রে ও জলে ধুয়েছি মুছেছি পৃথিবীর অবসাদ।

নাম হবে আর টাকা হবে বলে আসিনি তো এই পথে
জীবন তখন রিপুর সেবায় মাতাল হয়নি এমন
চাঁদার টাকায় ফুলবাবু সেজে সারাটা দেশের দাদা
কখন হয়েছি নিজেই জানিনা—বলেও নি কোন গাধা।

এতদিন পর ফিরবো কি ভাবে স্নায়ুবন্ধনীজাল
ভুলেছে সততা ভুলেছে শুদ্ধি রগ্ রগে যত লাল
নিত্যদিনের খাবার হয়েছে, দেশের কান্না ভেঙে
রান্না করেছি নিজের বিনাশ ডেকেছি পঙ্গপাল।

জানি এ ভাবেই শেষ হয়ে যাবো, বিষণ্ণ সেই নারী
জননী ভারত চোখে জল নিয়ে তাকাবে না আর মুখে
জনতরঙ্গে জয়ের রঙ্গে ঘুম এসে যাবে চোখে
তখনও আমার নৌকা বাইবে কে এমন কাণ্ডারী।

নিসর্গে আমি পেয়েছি শান্তি, মানুষের সংসারে
মৃত্যুর বুকে কাঁপতে দেখেছি অমর প্রেমের পাখি
বিগ্রহ ছুঁয়ে শপথ করেছি এদেরই পরাবো রাখি
তবুও আমার দিন কেটে গেলো তিমিরের অভিসারে।

ট্যারা

সম্প্রতি যদিও কিছু বেঁকে বেঁকে যায়
স্বপ্নের অপটু হস্তাক্ষর
বাস্তবের বকুনির ভয়ে
সময়ে সারতে পারে এই দিক ভুল
সময়ে খুলতে পারে মুদিত মুকুল।

আজকের কথাই ভাব। আকাশের পরিচ্ছন্ন নীল
তোমার চোখের মত ভেবে
একটু সময় নিয়ে মেখেছি সাবান
রোব্‌বারের আলস্যের চান।
তবু দেখ বেপরোয়া বালি
পথ হতে ছুঁড়ে দেয় গোবির মিতালি।

খাবার টেবিলে কিন্তু সামাজিক প্রীতির ব্যাপার
দুজনের দুপুরের ঘনিষ্ঠ সংসার
লাঞ্চ হতে ডিনারে গড়ায়
আত্মীয়ের আত্মার আড়ালে।
খারাপ লাগে না খুব।
প্রসঙ্গতঃ মনে হয় আত্মার অস্তিত্ব
কোন সংবিধানে
সমভাবে বাধ্যতা মূলক।
বন্ধুর রয়েছে আত্মা থাকাই উচিত
শত্রুরও যে আত্মা আছে এ সিদ্ধান্ত
মধ্যবিত্ত মনের রটন।
জন্তুরও থাকতে পারে আলোর কথন
তাই বলে মানুষ জন্তুর ?

দেখছো কি ভাবে বেঁকে যায়
আমার সমস্ত সোজা জটিল জিগ্‌জ্যাগে
সুতরাং, তাড়াতাড়ি ভরে নাও ব্যাগে
সুখস্পর্শ মৃদু কি কর্কশ।
কখনো রোমশ রুক্ষ কখনো বা চিক্কণ মসৃণ
প্রতীক পাখির মত আমাদের শাদাকালো দিন।

অবৈধ

পুরোহিত-ধন্য নয় যে প্রণয় তার
নিজের সংসার
কিছু ঘেরা, কারণ সমাজে
শাসন সহস্র-চক্ষু
তারাঘেরা অন্ধকার আকাশের মত।
তবুও আশ্চর্য স্বাদু সেই অপরাধ
বর্ণচোরা প্রমাদের যাদু
চোখে ও চিবুকে রাখে
স্পর্শের আবেগ।
সে গোপন সে আবৃত জানে না বাজার।
হৃদয়ের প্রথা নেই। যৌবনের সৌন্দর্য সন্ন্যাসে
পুণ্যব্রত দেহের সাহসে
অপরূপ পাপ ;
এদিকে প্রান্তরে হাসে সিঁদুর গোলাপ।
অবশ্য দায়িত্ব নেই জনে জনে বসন্ত চেনানো।
যৌবনেব গালিচায় স্নিগ্ধ সহবাস
কেউ পায় অঙ্গে মর্মে—কেউ ভাবে শুধুই বানানো
সুচির যৌবন দৃঢ় অধর্ষিত জরার বিনাশে।
জীবনের তাপ নিয়ে সম্বন্ধ ও স্নেহের আননে—
আহা সেই আলাপন অন্তরঙ্গ হৃদয়ের ঘরে
কখন ঘনিষ্ঠ হয় শ্রাবণের চাহনির মত।
কর্মরত ব্যস্তবিশ্বে বিগলিত কাল
তবু এক অমর সকাল
অপরাহ্ণে মনে পড়ে, সম্পন্ন সায়াহ্নে
স্পর্শের আবেশে আসে বানে-ভাসা চুম্বনকুসুম ;
যুগ্ম আঁখি লজ্জারুণ রক্তবর্ণ স্নায়ুর কাননে।

তেল

বাজারে মিলছে না বললে মানবো না মানবো না
শুনবো না শুনবো না
আমাকে পেতেই হবে নির্ভেজাল তেল
কেন তুমি এত বেআক্কেল।
কত চুঁড়ে মালিশের পেয়েছি চরণ
এবং পেয়েছি অনুমতি,
আমাকে হতেই হবে সতী।

এ বাজারে সবাই মস্তান
তেলই একঘ্নী বাণ জেনে
চোখে এনে বিশিষ্ট বীক্ষণ
নজর করেছি পূব্ পশ্চিম দক্ষিণ
এবং উত্তর ;
আজকাল কত কম কথা কও, প্রভু—
প্রায় নিরুত্তর।

আমার পুরানো ধ্বসা কবিত্বের গাল
জুতো মেরে করে দেবে লাল
অবশ্য বলোনি মুখ ফুটে।
কতিপয় খোসামুদে জুটে
গেলায় কি ঘোয়ালো সরবত
—অহং-এর নিত্য মহরত।

ওরা বীর
ভোগ্য তাই যাবতীয় ফল
মেয়েদের বুক আর অম্বল দম্বল
যেখানে যা আছে।
সারা দেশে কতগুলি গাধা?
ছিঁচকে ও জুয়াড়ী যে দাদা
তাম্রপত্র মানপত্র পায়!

তাই দুর্বিনীত আমি
এত অবনত।
এমন বিনীত।

চক্ষুলজ্জা

জলগুলি জলে, আর
যোনিরন্ধ্রে পাপের শিকড়।
লোভ হিংসা ঘৃণা
স্ফীতগর্ভ, বসন্তবনের বুক এত ভারি
শ্লীল কি অশ্লীল বোঝা দায়।
এরই মধ্যে এ পোড়া ভারতে
স্বভাবতঃ তারাই ইতর
যারা দুঃখী,
নিয়মিত ক্ষুধার চাবুকে
ভীত ও মূর্ছিত
পুত্র পরম্পরা।

এ এক আশ্চর্য দেশ।
নিছক চালাকি আর
বিবেকের মধুর বিশ্রাম
জিতেছে সমস্ত জুয়া।
এ সুন্দর পাপ
বিত্ত নিয়ে নিয়ে মূঢ় মাংসের সম্বল
ফনায় পরেছে চক্র।

ভগ্নজানু এ সমাজে
নতজানু বিষণ্ণ ঈশ্বর
অনুতপ্ত সরমপীড়িত।
এ বিপাকে, দয়াময়,
যেহেতু মানুষ
আমরাও ঈষৎ লজ্জিত।

স্বর্ণকার

অনেক নিকৃষ্ট ধাতু দেখেছে চিনেছে স্বর্ণকার
সুবর্ণরেখার তীরে তামার পাহাড়।

তরুণ অধরপুটে বর্বর চুম্বন
করুণ ঝিনুক ছিঁড়ে সংগম লুণ্ঠন
দুর্গম প্রেমের তীর্থে পাণ্ডার ঝংকার।

অনেক মলিন ধাতু দেখেছে চিনেছে স্বর্ণকার
তবুও পেশাই তার নেশার জীবন
সর্বত্র ছড়ানো তার সৌন্দর্যের বিষণ্ণ সংসার।

বিরোধ

জেনেছি উচিত, তবু ভাল লাগে
অনুচিত সেই ফল
নিষিদ্ধ গাছ হাতছানি দিয়ে ডাকে
জটিল জুয়ায় কপাল পুড়িয়ে
পড়েছি দুর্বিপাকে
অঙ্গ মেখেছে অনঙ্গ পরিমল।

শাস্ত্র পড়েছি, জলধি-তীর্থে
দেখেছি জগন্নাথ
পাণ্ডা দিয়েছে পুণ্যের কড়ি কিঞ্চিৎ আঁখি ঠেরে
বিগ্রহ তবু মেনে নেওয়া যায়
এ বেটা আবার কেরে
সন্ধান আর প্রাপ্তির মাঝে দুরন্ত উৎপাত।

দেবী

'নক্ষত্রে নিয়তি আছে শুনেছি কখনো। কিন্তু কোন তারা।
আকাশে অসংখ্য জ্বলে খদ্যোৎস্পন্দনে
কোথাও নিঃসঙ্গ কেউ কোথাও বা যূথবদ্ধ জ্যোতি
এর মধ্যে কে আমার অন্তিম, নিয়তি।'

'নক্ষত্রের জ্যামিতিক জটিল রেখায় পথভ্রান্ত অনেক পথিক।
তোমার গতির রথ তেজি অশ্বে ব্যাপ্ত দিগ্বিজয়ে
তুমি কেন ভাগ্য খুঁটে উপবাসী বিহঙ্গচঞ্চুতে
প্রাপ্তির পতংগগুলি তুলে নেবে তৃষ্ণায় মায়ায়।'

'জীবনের কেনগুলি আজও আমি পারিনি গোছাতে।
অসংখ্য নারীর মধ্যে উতল জলের আভা নিয়ে
তুমি এলে কালস্রোতে জলস্রোতে ভেসে চলে যাও।'

'ধূ ধূ এ প্রান্তরে আমি দেখেছি অনেক।
দেখেছি দিনের রেখা রজনীর প্রসাধিত মুখ
বহুবর্ণ সরীসৃপ ঋতুর শরীরে তাই রেখেছি চুমুক
বিস্ময়ে সংশয়ে। এরই মধ্যে মাঠ হয় ধানের প্রাঙ্গণ
মরণের গাঢ় আলিঙ্গন পাছে জিতে যায়
তাই আমি ঢলে পড়ি বন্যায় বন্যায়।'

'সে স্বাদু স্বেদের কথা আমিও জেনেছি।
আগুনে জ্বলেছি যত অঙ্গারের ততই প্রতাপ
তুমিও বলোনি খুলে এ বৃত্তান্তে এতখানি পাপ।'

'তাপ চিনি পাপ আমি সিদ্ধান্তে আনিনি।
পাপের নাগিনী এই সুনিপুণ বেণী
শুনেছি রটনালগ্নে জিভের চক্রান্তে।
আগে যদি হুঁস হোত যদি তুমি জানতে
কি ভাবে ছুটতে এই আততায়ী মাঠে
যেখানে হয়েছি খুন বিবসনা, বাসনার ছুরি
ভেঙেছে লজ্জার লাস্য যত জারি জুরি।'

'তাকি বলা যায়।
ছল ছল যত চোখ আষাঢ়ের নদীতটসম
সমস্ত সঞ্চয় শেষে সেগুলিও ছেড়ে চলে আসি
বৃন্ত ছিঁড়ে চুম্বনের, উন্মোচিত ফুল
খরতাপে সাজে ফের মুদিত মুকুল।
সূর্যাস্ত গৈরিকই হয় বৈরাগ্যে বিজ্ঞানে।'

'এ ছন্দে নাচি না আমি।   তর্পণের পর
তৃষ্ণার শতেক নিন্দা সে কোন ভদ্রতা।
সময়ের রণক্ষেত্রে হানো বাণ গম্ভীর ইঙ্গিতে
অস্ত্রের প্রখর বীর্যে ভাঙো শত্রুব্যূহের শরীর।
আমি কি অস্ত্রের লগ্নে সুসজ্জিত রতির মন্দির
সময়ের বিধ্বংসী বাতাসে
আমারও লাবণ্যরেণু উড়ে চলে যায়
তবু আমি ভাঙি না কাঁদি না।'

'কি আশায় বুক বাঁধো।   শীতশেষে অরণ্যের
পুষ্পিত প্রাঙ্গণে চিতা বহ্নিমান
শিয়রে জাগ্রত তার তরুণ-পল্লব
উত্থিত সবুজ, এ সান্ত্বনা যথেষ্ট তোমার।

আমার সান্ত্বনা নেই যোগে কিম্বা গুণে
দুর্জয় নিয়তি জ্বলে পশ্চিমের বিষণ্ণ আগুনে।'

'হয়তো চিকিৎসা আছে। হয়তো মন্দির আছে সমুদ্র সৈকতে।
যে বাসরে তুমি আমি মিথুন মিলনে
যাপিলাম জন্মবিন্দু সুখ আর দুঃখের সংঘাতে
তার উর্ধ্বে প্রক্ষালিত বাতাসের পবিত্র বীজনে
বনস্পতি প্রহরীর ছায়াছত্রতলে
আছে বেদী আছে দেবী করতলে শান্ত কুবলয়।
প্রণামের পুণ্যলগ্নে পূর্ণিমার সুন্দর পীড়নে
সমুদ্র উদ্ধতবুক তবুও শালীন,
অযৌন নিসর্গপদ্ম কি কৌশলে এত অমলিন।'

'অমেয় আকাশ আর সময়ের সচ্ছল প্রবাহে
দেবী আছে ?
দুঃখ মৃত্যু ক্ষয় আর ক্ষতির ডাঙায়
দুর্ভেদ্য তিমিরঘেরা রজনীর দুর্জ্ঞেয় সন্তারে
ব্যভিচারে যতবার নেমেছি পাতালে
কে যেন হয়েছে ক্লিষ্ট অন্তরে আমার।
সে কি এই বহ্নিবিন্দু দর্শক প্রবীণ
আদি বিস্ফোরণ ছিঁড়ে মহাকাশে জেগে আছি তাই ?
এত ছাই তবে কেন উড়ে আসে চোখে।'

'দেবীর আশ্চর্যমুখ করুণার কিরণকণায়
বহুভাগ্যে যে দেখেছে চোখে তার অমর কাজল।
পৃথিবীর ব্যর্থস্রাবে শ্রাবণের যত অশ্রুজল
অশোক বিশ্রামে বাঁধা সৃজনের যোনিসিন্ধুতটে।

বয়ঃসন্ধিব্রণ আর পিপাসার বিষপুষ্পহার
একান্তে গড়তে পারে সাময়িক আলোর সংহার
আরোগ্যসম্ভব কোন ব্যাধির মতন।
তাই আমি খেদহীন। বাসনার বিতানে ব্যথিত
তোমার ব্যথায় তাই বাসনা বেঁধেছি।
দেহ নিয়ে লজ্জা নেই দেহে নেই স্পর্ধার মদিরা
বোধের শরীরে জ্বলে অর্থপূর্ণ শিরা উপশিরা।
আমার হৃদয়ে রাখ তোমার স্পন্দন
বিশ্বাসবন্ধনটুকু ভিক্ষা করি আসবের শেষে।'

'তোমার দৃষ্টির শিখা অনলভাস্বর এক প্রদীপের রথে
ছুটে আসে আমার প্রদীপে। মনে হয় দুর্বোধ্য ঈক্ষণে
জ্বলে ওঠে জ্যোতির্ময়ী, কল্লোলিত জীবনবারিধি
মন্ত্রমুগ্ধ; নয়নের নক্ষত্র মায়ায়
ফণা নত করে। এ বিভ্রান্তি এই দাহ এই পরাজয়
মলিন মেঘের মত, উর্ধ্বে জ্বলে শাশ্বত আকাশ।
অসংখ্য জন্মের দ্রুত মৃগয়ার পর
কাঁধে নিয়ে মৃতপশু, পিণ্ড অভিজ্ঞতা,
অব্যর্থ কিরাত আসে রক্ত রূপকথা।'

'কেন যে প্রত্যয় আসে এ কংকাল করোটির দেশে
আনন্দের অমৃতের, সে রহস্য নিজেই জানি না।
দৃষ্টি দীপে ভেসে ওঠে আশ্চর্যের রজত বিদ্যুৎ
অসীম আকাশ পটে আননের উদিত পূর্ণিমা।

দশন চিহ্নের পর ক্ষান্ত ঝড় মসৃণ চিবুক
যখন আশ্রয় চায় চৈতন্যের নব উত্তরণে
দেহ হতে খসে পড়ে তৃষ্ণা প্রমত্ততা
তখন চৈতন্যতীর্থে সে আশ্চর্য দেশ
যেখানে উড্ডীন শুভ্র চন্দ্রধৌত মেঘের মায়ায়
দেবীর মন্দির ভাতি। বাসনার এ নিকুঞ্জে
আমাদের ক্ষণিক বাসর। ত্বক হতে ফিরে যাব।
সকলেই ফিরে যাবে তীর্থে ও মন্দিরে।
সেই কূটবিন্দুটির কোষের সন্ধানে
আকাশকে হতে হলো দিকচিহ্নহীন
সময় তাপসও দেখ মৃত্যুহীন বায়স প্রবীণ।'